যুগান্তর

তারিখ ... 02 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ১০ ... কলাম ৩ ... .

ফেসবুকে জঙ্গি নিয়ে মন্তব্য

রাবি শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রভাষক মো. শিবলী ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। 'জঙ্গিবাদ বিস্তারে সহায়ক ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ মন্তব্য' করার অভিযোগে তাকে বরখাস্ত করা হয়। আইন মন্ত্রণালয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের বিশেষ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রাতে সিন্ডিকেট সদস্য সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সভায় আইন মন্ত্রণালয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সায়েন উদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

রাবি শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন : রাবির সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ফয়জার আহমেদ ও রাজশাহীর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন সিন্ডিকেট সদস্য যুগান্তরকে জানান, সম্প্রতি আইনমন্ত্রীর একটি বক্তব্যের বিরোধিতা করে রাবির আইন বিভাগের প্রভাষক শিবলী ইসলাম তার নিজের ফেসবুক ওয়ালে ১৩ জুলাই একটি স্ট্যাটাস শেয়ার করেন। ওই স্ট্যাটাসের বক্তব্য আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টিগোচর হলে তা 'জঙ্গিবাদ বিস্তারে সহায়ক ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ' উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ২৫ জুলাই চিঠি ইস্যু করে মন্ত্রণালয়। ২৮ জুলাই ওই চিঠি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছায়। চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন সিন্ডিকেটের বিশেষ সভা আহ্বান করেন। সভায় সার্বিক দিক বিবেচনা করে অভিযোগ ওঠা শিবলী ইসলামকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বরখাস্ত করে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে। এ বিষয়ে প্রভাষক শিবলী ইসলামের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

আইন মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে বলা হয়, '.. ইচ্ছাকৃতভাবে এমন মানহানিকর বক্তব্য প্রকাশ করা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর ৫৭ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হয়ে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এ ধরনের মন্তব্য করে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। যা শিক্ষকতা পেশার নৈতিক মানদণ্ডের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।' ওই চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।